দ্বিরুক্ত শব্দ

দ্বিরুক্ত = দ্বি + উক্ত। দ্বিরুক্ত অর্থ দুবার উক্ত। অর্থাৎ একই শব্দ দুবার বলা হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দুবার ব্যবহার করলে ভিন্ন কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের পরপর দুবার প্রয়োগেই দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়। যেমন : তার কবি কবি ভাব। এখানে, কবি শব্দটি একবার ব্যবহার করলে অর্থ দাঁড়াত 'যিনি কবিতা লেখেন তিনি'– কবি। বাক্যে কবি না বুঝিয়ে কবি কবি শব্দদ্বৈত সামান্য ভাব প্রকাশ করেছে।

দ্বিরুক্ত শব্দের প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ

১. **অশোক মুখোপাধ্যায়ের** মতে, "একই শব্দ পরপর দুবার ব্যবহৃত হলে তাকে দ্বিরুক্ত বা দ্বিরুক্তি শব্দ বলে। অন্যদিকে প্রায় একই ধর্মীয় কিংবা অর্থের শব্দ পরপর দুবার বসলে হয় শব্দদ্বৈত। সব দ্বিরুক্তিই শব্দদ্বৈত, কিন্তু সব শব্দদ্বৈত দ্বিরুক্তি নয়।"

২. **ড. মুহম্মদ এনামুল হকের** মতে, "শব্দ, পদ ও ধ্বনির পুনরুক্তি করে তৎসংশ্লিষ্ট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের ব্যবস্থা করার নাম দ্বিরুক্তি। এই দ্বিরুক্তিকে শব্দদ্বৈতও বলা হয়।"

দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োজনীয়তা

আমরা কথা বলতে গেলে বা লিখতে গেলে কোনো শব্দ একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ পায় তা আবার দুবার ব্যবহার করলে অন্য অর্থ বা বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। এ ধরনের শব্দকে আমরা দ্বিরুক্ত শব্দ বলি। এ শব্দগুলো শব্দ বা পদের অর্থগত বৈচিত্র্য সাধন করে। সহজভাবে বলতে পারি, বিশিষ্ট অর্থ বা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করানোই দ্বিরুক্ত শব্দের কাজ। এজন্যই দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োজনীয়তাও অনেক। ভাবের প্রগাঢ়তা, অর্থব্যঞ্জনা সৃষ্টি প্রভৃতিভাবে দ্বিরুক্ত শব্দ ভাষার প্রাঞ্জলতা বৃদ্ধি করে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। যেমন : কী যেন হঠাৎ টন করে উঠল। ফোড়াটির টনটনানিতে আর বাঁচি না! এখানে প্রথম বাক্যে টন শব্দটি সাধারণ আওয়াজকে বুঝিয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে টন শব্দটি পরপর দুবার ব্যবহৃত হওয়ায় বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, কথাবার্তা বা লেখায় বিশিষ্টতা আনয়নে দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত খুবই আবশ্যক একটি বিষয়।

দ্বিরুক্ত শব্দের ধরন বা প্রকারভেদ

প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দদ্বিত্ব ৩ প্রকার।
(ক) অনুকার দ্বিত্ব; (খ) ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব ও (গ) পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব।

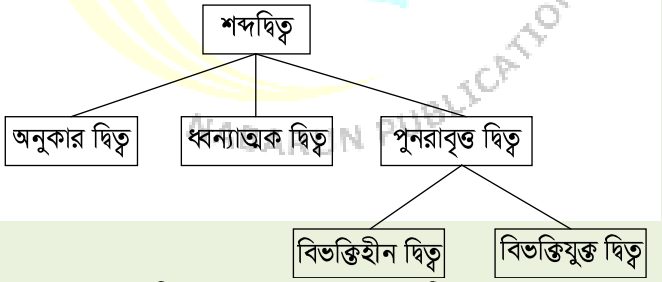

১. অনুকার দ্বিত্ব : পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে অনুকার দ্বিত্ব বলে। এতে প্রথম শব্দটি অর্থপূর্ণ হলেও প্রায় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শব্দটি অর্থহীন হয় এবং প্রথম শব্দের অনুকরণে তৈরি হয়। এই অনুকরণ প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে ট, ফ, ব, ম, শ প্রভৃতি ধ্বনি যুক্ত থাকতে দেখা যায়। তাতে শব্দকে খানিকটা অনির্দিষ্ট, সাধারণ বা গুরুত্বহীন করা হয়। প্রকাশ পায় 'এই রকম একটা' ভাব। যেমন :

অঙ্ক–টঙ্ক, আম–টাম, কেক–টেক, গোরু–টরু, ছাগল–টাগল, ঝাল–টাল, হেন–তেন, লুচিফুচি, টাট্টু–ফাট্টু, আগড়ম–বাগড়ম, চাকর–বাকর, এলোমেলো, ঝিকিমিকি, কচর–মচর, ঝিলমিল, শেষ–মেষ, অল্পসল্প, বুদ্ধিশুদ্ধি, গুটিশুটি, মোটাসোটা, নরম–সরম, ব্যাপার–স্যাপার, বুঝে–সুঝে।

অনুকার দ্বিত্বে অনেক সময় স্বরের পরিবর্তন ঘটে, যেমন :

আড়াআড়ি, খোঁজাখুঁজি, ঘোরাঘুরি, চুপচাপ, ঠেকাঠেকি, তাড়াতাড়ি, দলাদলি, দামাদামি, পাকাপাকি, বাড়াবাড়ি, মোটামুটি, টুকরো–টাকরা, ধারধোর, জোগাড়–জাগাড়।

২. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব : কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। যেমন : ঠন একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। কোনো ধাতব পদার্থের সঙ্গে অন্য কোনো ধাতব পদার্থের সংঘর্ষে এই ধরনের ধ্বনি তৈরি হয়। ঠন শব্দটি পরপর দুইবার বা কখনো ততোধিকবার ব্যবহৃত হলে ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব সৃষ্টি হয়। যেমন : সাঁ করে তির ছুটে যায়, সাঁ সাঁ করে তিরগুলো ছুটে যাচ্ছে, সাঁ সাঁ সাঁ করে অসংখ্য তির চারদিকে ছুটে গেল। অনেক সময়ে কল্পিত ধ্বনির ভিত্তিতেও ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হয়। যেমন– ফোড়া টনটন করে, গা ছমছম করে। কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ :

কুট কুট, কোঁত কোঁত, কুটুস–কুটুস, খক খক, খুটুর–খুটুর, টুং টুং, ঠুক ঠুক, ধুপ ধুপ, দুম দুম, ঢং ঢং, চকচক, জ্বলজ্বল, ঝমঝম, টসটস, থকথকে, ফুসুর ফুসুর, ভটভট, শোঁ শোঁ, হিস হিস।

কিছু ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন :

খপাখপ, গবাগব, ঝটাঝট, ফটাফট, দমাদম, পটাপট।

৩. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব : পুনরায় আবৃত্ত হলে তাকে পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বলে। পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিহীন বা বিভক্তিযুক্ত হতে পারে। যেমন : জ্বর, জ্বর, পর পর, কবি কবি, হাতে হাতে, কথায় কথায়, জোরে জোরে ইত্যাদি।

বিভক্তিহীন পুনরাবৃত্ত : ভালো ভালো (কথা), কত কত (লোক), হঠাৎ হঠাৎ (ব্যথা), ঘুম ঘুম (চোখ), উড় উড় (মন), গরম গরম (জিলাপি), হায় হায় (করা)।

বিভক্তিযুক্ত পুনরাবৃত্ত : কথায় কথায় (বাড়া), মজার মজার (কথা), ঝাঁকে ঝাঁকে (চলা), চোখে চোখে (রাখা), মনে মনে (হাসা), সুরে সুরে (বলা), পথে পডথে (হাঁটা)।

উচ্চতর ব্যাকরণ অনুযায়ী

মৌলিক গঠন বিবেচনায় শব্দদ্বিত্বকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১। প্রতিধ্বনিমূলক শব্দদ্বিত্ব ও

২। পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দদ্বিত্ব।

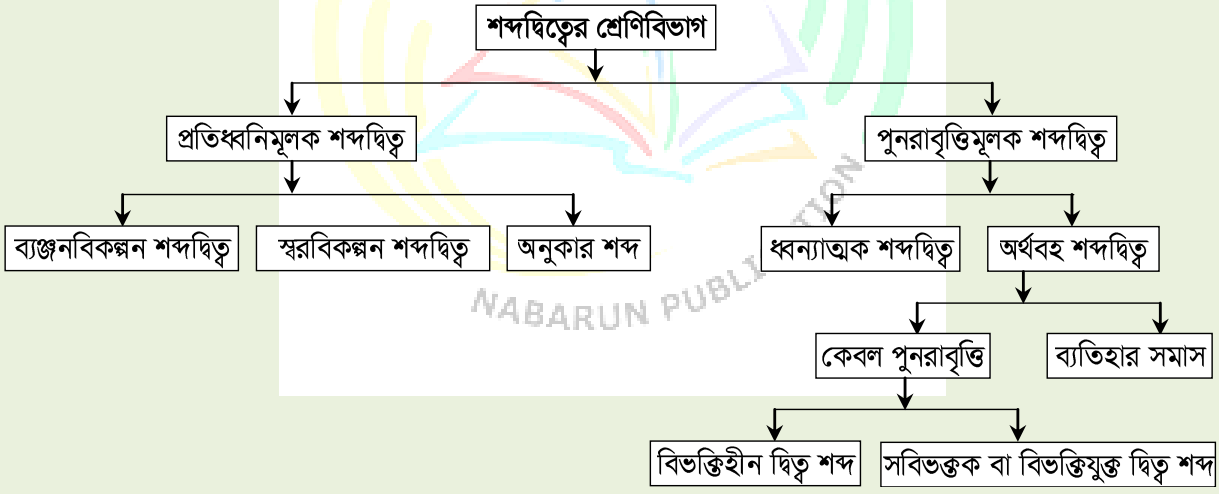

১। প্রতিধ্বনিমূলক শব্দদ্বিত্বকে শব্দের প্রতিনিধিত্বের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) ব্যঞ্জনবিকল্পন শব্দদ্বিত্ব

(খ) স্বরবিকল্পন শব্দদ্বিত্ব ও

(গ) অনুকার শব্দ।

২। পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দদ্বিত্বকে পুনরাবৃত্তির প্রকৃতি, ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বিত্ব ও

(খ) অর্থবহ শব্দদ্বিত্ব।

আবার অর্থবহ দ্বিত্ব শব্দকে পুনরাবৃত্তির প্রকৃতি অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

(i) কেবল পুনরাবৃত্তি ও

(ii) ব্যতিহার সমাস।

কেবল পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দদ্বিত্বকে বিভক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

(অ) বিভক্তিহীন দ্বিত্ব শব্দ ও
(আ) সবিভক্তক বা বিভক্তিযুক্ত দ্বিত্ব শব্দ।

১। প্রতিধ্বনিমূলক শব্দদ্বিত্ব : সাধারণত শব্দে প্রতিধ্বনিমূলক বিচ্যুতি অথবা পরিবর্তনের ফলে যে দ্বিরুক্তি ঘটে তাই প্রতিধ্বনিমূলক শব্দদ্বিত্ব। যেমন– 'আম–টাম'। শব্দটিতে প্রথম 'আম'–এর 'অ' পরের প্রতিধ্বনি জাতীয় শব্দে 'ট' দ্বারা স্থানচ্যুত হয়ে 'টাম' হয়েছে। আবার 'ডাক–ডোক' শব্দটিতে 'ডাক'–এর 'আ' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'ও' তে পরিণত হয়েছে। এরূপ নানাবিধ প্রক্রিয়ায় প্রতিধ্বনিমূলক শব্দদ্বিত্ব ঘটে থাকে।

(ক) ব্যঞ্জনবিকল্পনের ফলে সৃষ্ট প্রতিধ্বনির উৎসরণমূলক শব্দ

ট–বিকল্পন : এখানে প্রথম শব্দের প্রারম্ভিক ব্যঞ্জনটি পরের প্রতিধ্বনিসূচক শব্দে ট্–এর দ্বারা স্থানচ্যুত হয়। প্রথম শব্দের শুরুতে ব্যঞ্জনবর্ণ না থাকলেও অর্থহীন এবং প্রতিধ্বনিসূচক দ্বিতীয় শব্দের অন্ত্যে একটি 'ট্' উপস্থিত হয়। যেমন– ইট–টিট, রাত–টাত, গাল–টাল, জাল–টাল, আম–টাম, ব্যাগ–ট্যাগ, কাগজ–টাগজ, ডাল–টাল, ছাগল–টাগল, খরচ–টরচ, পাগল–টাগল, ঘর–টর, জ্বর–টর, মানুষ–টানুষ।

প্রতিধ্বনিমূলক শব্দদ্বিত্বের বর্ণানুক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, আদ্যব্যঞ্জন যদি ট্ হয়, তাহলে প্রতিধ্বনি হিসাবে পুনরায় ট্ আসে না। এক্ষেত্রে 'ট্' এর পরিবর্তে ফ্ ব্যাঞ্জন চলে আসে। যেমন– টাই–ফাই, টাট্টু–ফাট্টু, টাইম–ফাইম, টাকা–ফাকা, ইত্যাদি।

তবে ট্ ছাড়া এই বর্গের বাকি তিনটি ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমন ব্যত্যয় দেখা যায় না। যেমন– ডাক–টাক, টুল–ঠুল, ঠাম্মা–টাম্মা, ডাব–টাব, ঢুলি–টুলি, তাল–টাল, ডিম–টিম, ঢাক–টাক, থাকা–টাকা, দর–টর, ধুলো–টুলো, নিন্দে–টিন্দে, পাশ–টাশ, ফল–টল, বাড়ি–টাড়ি, ভয়–টয়, মার–টার, লাভ–টাভ, লুচি–টুচি, রাজা–টাজা, শাসন–টাসন, ষাঁড়–টাড়, সম্মান–টম্মান, হুকুম–টুকুম প্রভৃতি।

এসব ধ্বন্যাত্মক ধ্বনির প্রথম অংশটি অর্থবোধক হলেও দ্বিতীয় অংশটি অর্থহীন। তবে অর্থহীন হলেও এর মাধ্যমে গঠিত দ্বিত্ব শব্দে তুচ্ছতা বা অমনস্কতা বা আবেগ–নিরপেক্ষ একটি দ্যোতনা ফুটে ওঠে। যেমন–

'চা–টা' হয়েছে নাকি গো? এ বাক্যে একটা আবেগ–নিরপেক্ষ ভাব ফুটে উঠেছে।

'চা–টা' যা পার, একটা দাও! এ বাক্য দ্বারা অধৈর্য প্রকাশ করা হচ্ছে। এখানে 'চা–টা' শব্দ কোনো একটা কিছু হলে চলবে– বিষয়টাকে অস্থিরতার সঙ্গে প্রকাশ করা হচ্ছে।

ব–প্রতিধ্বনিজাত দ্বিত্ব শব্দ : টগবগ, নড়বড়, গড়বড়, আগডুম–বাগডুম, চাকরবাকর, প্রভৃতি।

ম–প্রতিধ্বনিজাত দ্বিত্ব শব্দ : এ জাতীয় দ্বিত্বশব্দের দ্বিতীয় অংশে 'ম'–ধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন–তেল–মেল, ঘুষি–মুষি, ঘুষ–মুষ, লুচি–মুচি, চাচা–মাচা, ফোন–টোন, টানি–মানি, যুদ্ধ–মুদ্ধ ইত্যাদি।

স (শ)–প্রতিধ্বনিজাত দ্বিত্ব শব্দ : এ জাতীয় দ্বিত্ব শব্দের দ্বিতীয় অংশে 'শ' বা 'স'–এর আগম ঘটে। যেমন– মোটাসোটা, অল্পসল্প, গরম–সরম, রকমসকম, বড়োসড়ো, নরমসরম, গুটিশুটি, জড়সড়ো, গল্পসল্প, বুড়োসুড়ো, মুড়িসুড়ি, বোকাসোকা, বুদ্ধিশুদ্ধি, আঁটোসাঁটো, বোধশোধ, মড়া–সড়া প্রভৃতি। দ্বিত শব্দে 'শ' বা 'স' এর আগমন হলে বাক্যে একটি স্নেহ, কোমলতা বা আদরের দ্যোতনা ফুটে ওঠে।

(খ) স্বর–বিকল্পন বা স্বরান্তরিত দ্বিত্ব : দ্বন্দ্ব সমাসের ন্যায় গঠিত দুটো শব্দে দ্বিতীয় শব্দে প্রথম শব্দটির অবিকল পুনরাবৃত্তি না–হয়ে প্রথম শব্দের ব্যঞ্জনগুলোর দ্বিতীয় শব্দে পুনরাবৃত্তি ঘটার মাধ্যমে যে দ্বিত্ব শব্দ গঠিত হয় তাকে স্বরান্তরিত দ্বিত্ব বলে। এগুলো ধ্বন্যাত্মক ও অর্ধ–ধ্বন্যাত্মক নামেও পরিচিত। অর্ধ–ধন্যাত্মক শব্দের দ্বিতীয় অংশ অর্থহীন, তবে বিশেষ অনুভূতির দ্যোতক। যেমন– খুচরোখাচরা, টুকরোটাকরা, সাফসুতরা, জোগাড়জাগাড়, গোলগাল, চুপচাপ, ঘুষঘাষ, ধারধোর, প্যাঁচ–পোঁচ, ফিটফাট, তুকতাক, ডাক–ডোক, দাগ–দোগ, ফাঁকফোঁক(র), ভিড়–ভাড়, মিটমাট, গোছগাছ, মোটমাট, কালো–কোলো, ধার–ধোর, ভুলভাল, ঢাকা–ঢুকি, ঢিলাঢালা, ঠিকঠাক।

স্বরান্তরিত ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিত্ব : টাপুরটুপুর, টুক্–টাক্, টুং–টাং, ঠুং–ঠাং, টুপ–টাপ, খচ্–খাচ্, ধুপ্–ধাপ, টুঁশ–টাঁশ, ঝপ্‌ঝাপ্, ঝাপুর–ঝুপুর, দুড়–দাড়, দুড়ম–দাড়াম, খুট–খাট্, খুটুর–খাটুর, খুসুর–খাসুর, দুম্–দাম্, ধুমুশ–ধামুশ, ধুপুশ্–ধাপুশ্, ফিস্–ফাস্, হাপুস্–হুপুস্, ফুস্–ফাস্, ভুটভাট, ছ্যাঁক–ছোক, ফুসুর্–ফাসুর্, ছিমছাম্, হুট্‌হাট্, । স্বর এবং ব্যঞ্জনের বিকল্পনের দৃষ্টান্তও কয়েকটি রয়েছে। যেমন– লুটপাট, চোটপাট, খাটপাট ইত্যাদি।

উপরের দ্বিত্ব শব্দসমূহে নিম্নস্বর 'আ' এবং উচ্চস্বর 'ই' বা 'উ'–র মধ্যে স্থান–পরিবর্তন ঘটেছে, এ ধরনের ধ্বন্যাত্মক শব্দে মহাপ্রাণ ঘোষস্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের প্রাধান্য বহুল পরিমাণে লক্ষ করা যায়।

(গ) অনুকার শব্দ : কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুভূতি বিশিষ্ট শব্দকে অনুকার শব্দ বলে। এ শব্দগুলো সমাসের মতো দুটি শব্দ উপাদানে গঠিত হয়। যেমন– চাকর–বাকর, চাকরি–বাকরি, বাসন–কোসন, হাঁড়ি–পাতিল, পোশাক–আশাক, ফাঁকি–জুকি, ফাঁক–ফোকর, ইত্যাদি। অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ দুবার উচ্চারিত হয়েও অনুকার শব্দ হয়ে গঠিত হয়। যেমন– শনশন, সাঁইসাঁই, টনটন ইত্যাদি। ধ্বন্যাত্মক শব্দকে ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বা ধ্বন্যাত্মক অনুকার অব্যয় বলা হয়। অনুকার শব্দ বিভিন্নভাবে গঠিত হয়। যেমন–

(১) একই অনুকার শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা। যেমন– ধবধব, সাঁইসাঁই, শনশন, টনটন, কনকন, পটপট, কটকট, ছলছল, ঝনঝন, কলকল, বিড়বিড়, খাঁ খাঁ, টসটস, চড়চড়, কড়কড়, চুকচুক, ধুধু, টলটল ইত্যাদি।

(২) অনুকার শব্দের প্রথম শব্দের সাথে আ–কার যোগ করে। যেমন– চটাচট, ঝনাঝন, পটাপট, ফটাফট, ঠনাঠন ইত্যাদি।

(৩) অনুকার শব্দের দ্বিতীয় অংশের সঙ্গে ই–কার যোগ করে। যেমন– কটকটি, ফটফটি, ঝুমঝুমি, বিড়বিড়ি, কলকলি, থমথমি ইত্যাদি।

(৪) যুগ্মরীতিতে অনুকার শব্দ তৈরি হয়। যেমন– গাপুস গুপুস, ঝিলিমিলি, টাপুর টুপুর, কিচির মিচির, হাপুস হুপুস, ইত্যাদি।

অনুকারজাতীয় দ্বিত্ব শব্দ অনেকটা সমাসের মতো– সাধারণত দুটি শব্দ–উপাদানে নির্মিত হয়। শব্দ–উপাদান দুটির একটি অর্থহীন বা আপাত অর্থহীন। তবে দুটো মিলে যে শব্দদ্বিত্ব গঠন করে তা অর্থহীন নয়। ক্ষেত্রবিশেষে অতি অনুপম ও প্রাঞ্জলভাবে গভীর অর্থ প্রকাশ করে। যেমন– চাকরি–বাকরি, আদা–ফাদা, বাসন–কোসন, জামা–টামা, অফিসার–মফিসার, দোয়া–মোয়া, পোশাক–আশাক, দেশ–মেশ, ইত্যাদি। কখনো কখনো নিরর্থক শব্দটি অন্তে না বসে দ্বিত্ব শব্দের প্রথমে চলে আসে। যেমন– অলিগলি, সুলুক–সন্ধান। অন্যদিকে স্বরান্তরের ফলে অভিন্ন অনুচর উপাদানটি কখনো এককভাবে অর্থহীন হয়ে যায়। যেমন– দোকান–দাকান, ঠাকুর–ঠুকুর, কাকু–কুকু, জারিজুরি, ইত্যাদি।

২। পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দদ্বিত্ব : একই শব্দের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শব্দের যে দ্বিত্ব ঘটে তাকে পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দদ্বিত্ব বলে। অন্যভাবে বলা যায়, একই শব্দ দুবার উচ্চারণের ফলে যে 'যমজ' শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে পুনরাবৃত্তিমূলক দ্বিত্ব শব্দ বলা হয়। বাংলা ব্যাকরণে এর বহুবিধ বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ ধরনের শব্দদ্বিত্ব দুই প্রকার হতে পারে। যথা : (ক) ধ্বন্যাত্মক ও (খ) অর্থবহ।

(ক) ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিত্ব : এ জাতীয় শব্দদ্বিত্বে ধ্বনির পুনরাবৃত্তি বা প্রলম্বন ঘটে। কখনো আবার বহুবচন–দ্যোতকতা বা বহুত্বের অর্থ যোগান দেয়। যেমন– ধপাস–ধপাস শব্দে বাড়িটা কেঁপে উঠল। ধপাস–ধপাস শব্দে আম পড়ছে।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব শব্দের আরও কিছু উদাহরণ– সাঁ–সাঁ, ঘেউ–ঘেউ, ছি–ছি, ছ্যা–ছ্যা, ঝট্‌ঝট্, টুংটুং, ঠুকঠুক, ঠুকুস্–ঠুকুস্, ঠকরঠকর, ফট্‌ফট্, আঁক্‌আঁক্, ইস্–ইস্, উহ্–উহ্, ছ্যাঁক–ছ্যাঁক কুটকুট, কোঁৎকোঁৎ, কুটুস–কুটুস, খক্‌খক্, খুট্‌খুট্, খ্যাঁক্‌খ্যাঁক্, ডুগডুগ, ঢংঢং, দুম্‌দুম্, ধুপ্‌ধুপ্, ধুপুর–ধুপুর, ফোঁস্–ফোঁস, ভট্‌ভট্, ভোঁস্–ভোঁস্, শোঁ–শোঁ, খুটুরখুটুর, সাঁই–সাঁই, হুশ–হুশ, হুম্–হুম্, হিস্–হিস্, দুপ্‌দুপ্, থুপ্‌থুপ্, থপ্‌থপ্ প্রভৃতি।

আ–এর নিধান : এ জাতীয় দ্বিত্ব শব্দের প্রথম অংশের অন্ত্যবর্ণে আ–এর উপস্থিতি ঘটে। ফলে শব্দে অন্য এক ধরনের বিশেষ ও ক্রমাগত ব্যাপ্তির দ্যোতনা সৃষ্টি হয়। যেমন– ধপধপ > ধপাধপ, টপটপ > টপাটপ, গবগব > গবাগব, কপ্‌কপ্ > কপাকপ্, খচ্‌খচ > খচাখচ্, খপ্‌খপ্ > খপাখপ্ প্রভৃতি।

কখনো কখনো মুখের ভাষায় পুনরাবৃত্ত শব্দের আদ্যব্যঞ্জনেরও দ্বিত্ব ঘটে। যেমন– ঝটাজ্‌ঝট, দমাদ্‌দম, করাক্কড় ইত্যাদি।

যমজ ধ্বন্যাত্মক শব্দ : দুটি অভিন্ন শব্দ মিলিত হয়ে যে দ্বিত্ব সৃষ্টি করে তাকে যমজ দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। বাংলায় বহুল ব্যবহৃত দ্বিরুক্ত শব্দসমূহের অধিকাংশ সৃষ্টিগতভাবে 'যমজ'। যেমন– খ্যানখ্যান ঘ্যানঘ্যান, প্যানপ্যান, প্রভৃতি। একক শব্দ হিসাবে এখানে বর্ণিত যমজ ধ্বন্যাত্মক শব্দত্রয়ের 'ঘ্যান', 'প্যান' বা 'খ্যান' শব্দের কোনো অর্থ নেই। কিন্তু যমজ হওয়ার পর শব্দগুলো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করছে। এ ধরনের কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো : চিকচিক, ক্যাটক্যাট, কুতকুত, কুচকুচ, জ্বলজ্বল, ঝকঝক, ঝিকমিক, ঝিরঝির, ঝমঝম, ঝমর–ঝমর, ঝুমঝুম, গজগজ, গজরগজর, গুজুরগুজুর, গনগন, গুনগুন, ঘ্যানঘ্যান, ঘ্যানরঘ্যানর, ঘসঘস, চকচক, টরটর, টুকটুক, টসটস, তকতক, তিরতির, থিকথিক, ফুঁকফুঁক, ফুসফুস, ফুসুর–ফুসুর, ভনভন, ভ্যাজরভ্যাজর, লকলক, থকথক, সরসর, ঘুটঘুট প্রভৃতি।

(খ) অর্থবহ শব্দের দ্বিত্ব : অর্থবহ শব্দদ্বিত্বে রয়েছে– পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দদ্বিত্ব এবং ব্যতিহার সমাস। কেবল পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দদ্বিত্ব : এ ধরনের দ্বিত্বে শুধু পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। সাধারণত পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দদ্বিত্ব কখনো বিভক্তিহীন আবার কখনো বিভক্তিযুক্ত হয়।

দ্বিরুক্ত শব্দগুলোকে **তিন** শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

প্রথাগত ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দদ্বিত্ব/দ্বিরুক্ত শব্দ ৩ প্রকার। যথা :

১. শব্দের দ্বিরুক্তি,
২. পদের দ্বিরুক্তি ও
৩. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি।

শব্দের দ্বিরুক্তি

একই শব্দ যখন অবিকৃতভাবে বা দ্বিতীয় শব্দটির আংশিক পরিবর্তন হয়ে বা প্রথম শব্দটির সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দযোগে গঠিত হয় তখন সেই দ্বিরুক্তিকে **শব্দের দ্বিরুক্তি** বলে। যেমন : লাল–লাল, বকা–ঝকা, লালন–পালন, ধনী–গরিব ইত্যাদি।

(ক) একই শব্দ দুবার ব্যবহার হয়ে গঠিত শব্দের দ্বিরুক্তি। যথা : ভালো ভালো, ফোঁটা ফোঁটা, বড়ো বড়ো, শীত শীত, মেঘ মেঘ ইত্যাদি।

(খ) দ্বিরুক্ত শব্দজোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির আংশিক পরিবর্তন হয়ে গঠিত শব্দের দ্বিরুক্তি। যথা : মিট–মাট, ফিট–ফাট, বকা–ঝকা, তোড়–জোড়, গল্প–সল্প, রকম–সকম ইত্যাদি।

(গ) একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক শব্দযোগে গঠিত শব্দের দ্বিরুক্তি। যথা : ধন–দৌলত, খেলা–ধুলা, বলা–কওয়া, খোঁজ–খবর, টাকা–পয়সা ইত্যাদি।

(ঘ) বিপরীতার্থক শব্দযোগে গঠিত শব্দের দ্বিরুক্তি। যথা : ধনী–গরিব, আসা–যাওয়া, দেনা–পাওনা ইত্যাদি।

শব্দের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ

১. সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে **গরম গরম** চা পান করতে কার না ভালো লাগে।
২. **বড়ো বড়ো** আমগুলো আলাদা করো।
৩. **ভালো ভালো** ফল।
৪. **ফোঁটা ফোঁটা** পানি।
৫. প্রয়োজনীয় সব **কাগজ–পত্র** সাথে নিয়ো।
৬. **আত্মীয়স্বজনদের** সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা উচিত।
৭. রহমান সাহেবের **কাজ–কর্ম** একেবারেই ত্রুটিমুক্ত।
৮. এত **ডাকাডাকি** করছ কেন?
৯. অনিক আজকাল কেমন যেন **চুপচাপ** থাকে।
১০. মা ইদানীং পড়াশোনা নিয়ে অনেক **বকাঝকা** করে।
১১. বাজারে একই পণ্যের এত ধরন যে, **আসল–নকল** চেনা যায় না।
১২. **দোষ–গুণ** মিলিয়েই মানুষ।
১৩. দিপু **দিন–রাত** পড়াশোনা করে একটা ভালো চাকরি পেল।
১৪. সব খেলায় **হার–জিত** থাকবেই।
১৫. কখনো **ছোটো–বড়ো** ভেদাভেদ কোরো না।

পদের দ্বিরুক্তি

একই বিভক্তিযুক্ত পদের দ্বিরুক্তিকে **পদের দ্বিরুক্তি** বলে। পদের দ্বিরুক্তিতে দ্বিতীয় পদের ধ্বনিগত পরিবর্তন হলেও বিভক্তির কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন : রাজায়–রাজায়, হাতে–নাতে ইত্যাদি।

(ক) দুটো পদে একই বিভক্তি প্রয়োগে গঠিত পদের দ্বিরুক্তি। যেমন : **ঘরে ঘরে** লেখাপড়া হচ্ছে। **দেশে দেশে** ধন্য ধন্য করতে লাগল। **মনে মনে** আমিও এই কথা ভাবছি।

(খ) দ্বিতীয় পদের আংশিক ধ্বনিগত পরিবর্তন হয়ে গঠিত পদের দ্বিরুক্তি। যথা : চোর **হাতে নাতে** ধরা পড়েছে। **পথে ঘাটে** লোকে লোকারণ্য।

পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ

১. **আধিক্য বোঝাতে :** **রাশি রাশি** ধান, **ধামা ধামা** ধান।
২. **সামান্য বোঝাতে :** আমি আজ **জ্বর জ্বর** বোধ করছি।
৩. **ধারাবাহিকতা বোঝাতে :** তুমি **দিন দিন** রোগা হয়ে যাচ্ছ। তুমি **বাড়ি বাড়ি** হেঁটে চাঁদা তুলছ।
৪. **উপহাস বোঝাতে :** **কবি কবি** ভাব কাব্যের অভাব।
৫. **ক্রিয়াবিশেষণ :** **ধীরে ধীরে** যায়, **ফিরে ফিরে** চায়।
৬. **অনুরূপ কিছু বোঝাতে :** তার **সঙ্গী সাথি** কেউ নেই।
৭. **আগ্রহ বোঝাতে :** ও **দাদা দাদা** বলে কাঁদছে।
৮. **আধিক্য বোঝাতে :** **ভালো ভালো** আম নিয়ে এসো। **ছোটো ছোটো** ডাল কেটে ফেল।
৯. **তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে :** **গরম গরম** জিলাপি, **নরম নরম** হাত (সঠিকতা)।
১০. **সামান্যতা বোঝাতে :** **উড় উড়** ভাব। **কালো কালো** চেহারা।
১১. **বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে :** **সে সে** লোক গেল কোথায়? **কে কে** এলো? **কেউ কেউ** বলে?
১২. **বিশেষণরূপে :** এদিকে রোগীর তো **যায় যায়** অবস্থা। তোমার **নেই নেই** ভাব গেল না।
১৩. **স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে :** **দেখতে দেখতে** আকাশ কালো হয়ে এলো।
১৪. **ক্রিয়াবিশেষণ :** **দেখে দেখে** খেও। **ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে** শুনলে কীভাবে?
১৫. **পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে :** **ডেকে ডেকে** হয়রান হয়েছি।
১৬. **ভাবের গভীরতা বোঝাতে :** তার দুঃখ দেখে সবাই **হায় হায়** করতে লাগল। **ছি ছি** তুমি কি করেছ?
১৭. **পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে :** **বার বার** সে কামান গর্জে উঠল।
১৮. **অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে :** ভয়ে গা **ছম ছম** করছে। ফোঁড়াটা **টন টন** করছে।
১৯. **বিশেষণ বোঝাতে :** পিলসুজে বাতি জ্বলে **মিটি মিটি**।
২০. **ধ্বনিব্যঞ্জনা বা অনুকার :** বৃষ্টি পড়ে **টাপুর টুপুর**। **ঝির ঝির** করে বাতাস বইছে।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি

কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুভূতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে **অনুকার** বা **ধ্বন্যাত্মক** শব্দ বলে। এ জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের দুবার প্রয়োগের নাম ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার দ্বিরুক্তি। যেমন : **টিপ টিপ, কল কল** ইত্যাদি। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ কয়েকটি উপায়ে গঠিত হয়। যেমন :

(ক) **মানুষের ধ্বনির অনুকার :** ভেউ ভেউ (মানুষের উচ্চৈঃস্বরে কান্নার ধ্বনি)। এরূপ : **ট্যা ট্যা, হি হি** ইত্যাদি।
(খ) **জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার :** ঘেউ ঘেউ (কুকুরের ধ্বনি), মিউ মিউ (বিড়ালের ডাক), কুহু কুহু (কোকিলের ডাক), কা কা (কাকের ডাক) ইত্যাদি।
(গ) **বস্তুর ধ্বনির অনুকার :** ঘচঘচ (ধান কাটার শব্দ), মড়মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ)।
(ঘ) **অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার :** ঝিকিমিকি (ঔজ্জ্বল্য), ঠা ঠা (রোদের তীব্রতা)। এরূপ : কুট কুট, মিন মিন, পিট পিট, ঝি ঝি ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির গঠন

১. একই (ধ্বন্যাত্মক) শব্দের অবিকৃত প্রয়োগ : ধক ধক, ঝন ঝন, পট পট ইত্যাদি।
২. প্রথম শব্দটির শেষে 'আ' যোগ করে : গপাগপ, টপাটপ, পটাপট ইত্যাদি।
৩. দ্বিতীয় শব্দটির শেষে 'ই' যোগ করে : ধরাধরি, ঝমঝমি, ঝনঝনি ইত্যাদি।
৪. যুগ্মরীতিতে গঠিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ : কিচির মিচির, টাপুর টুপুর ইত্যাদি।
৫. 'আনি' প্রত্যয়যোগেও ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি গঠিত হয়। যেমন : পাখিটার **ছটফটানি** দেখলে কষ্ট হয়। তোমার **বকবকানি** আর ভালো লাগে না।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের বিভিন্ন পদরূপে ব্যবহার

১. **বিশেষ্য :** বৃষ্টির **ঝমঝমানি** আমাদের অস্থির করে তোলে।
২. **বিশেষণ :** নামিল নভে বাদল **ছলছল** বেদনায়।
৩. **ক্রিয়া : কলকলিয়ে** উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।
৪. **ক্রিয়াবিশেষণ : চিকচিক** করে বালি কোথা নাই কাদা।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির প্রয়োগ

১. পাখির **কিচিরমিচির** শব্দে ঘুম ভাঙে আমার।
২. বৃষ্টি পড়ে **টাপুর টুপুর**, নদে এল বান।
৩. নূপুরের **ঝনঝন** আওয়াজে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, ওই ঘরে নাচের প্রশিক্ষণ চলছে।
৪. ছেলেটি আকাশের দিকে **টিপটিপে** চোখে তাকায়।
৫. **ধবধবে** সাদা পোশাক ক্রিকেটারদের বেশ মানায়।
৬. বৃদ্ধার মেজাজ একেবারে **খটখটে** হয়ে গেছে।
৭. ওর **ফটফটানি** দেখে সবাই বিরক্ত হয়ে গেছে।
৮. কোকিলের **কুহু কুহু** ডাক কার না ভালো লাগে।

কতিপয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের তালিকা

টুকুস–টুকুস	টুকটুক	টুংটাং	টুপুস–টুপুস	টুসটুস/টসটস
টনটনে	টলটল	টিপটিপ	টো টো	টানটান
ঠকঠক	ঠংঠং	ঠনঠন	ঠুকঠুক	ঠুনঠান
ডগডগে	ডিগডিগে	ঢকঢক	ঢলঢল	ঢ্যাবঢ্যাব
তড়তড়	তরতর	তুলতুল	তিড়িংতিড়িং	তুলতুলে
থকথক	থমথম	থই–থই	থুড়থুড়ে/থুথুড়ে	থরথর/থথর
দগদগ	দরদর	দাউদাউ	দুপদুপ	দুমদাম
ধকধক	ধড়াস–ধড়াস	ধড়ফড়	ধপধপ	ধাঁধাঁ
নড়বড়	নিশপিশ	নড়বড়ে	নিড়বিড়	নিড়বিড়ে
পটপট	পটাপট	পিটপিট	পিলপিল	প্যানপ্যানে
ফ্যালফ্যাল	ফড়ফড়	ফুসফুস	ফোঁসফোঁস	ফুটফুটে
বকবক	বনবন	বিড়বিড়	বোঁ বোঁ	বকর–বকর
ভকভক	ভনভন	ভটভট	ভোঁ–ভোঁ	ভ্যাঁভ্যাঁ
মচমচ	মড়মড়	মিটমিট	মড়মড়ে	ম্যাজম্যাজ
রি–রি	রিনিঝিনি	রগরগে	লকলক	লিকলিকে
শনশন	সাঁ–সাঁ	সাঁইসাঁই	সোঁ–সোঁ	স্যাঁৎস্যাঁৎ
হা–হা	হি–হি	হু–হু	হুটহাট	হুসহাস
কচ্‌কচ্‌	কচাকচ	কচর–কচর	কটকট	কড়াৎ
কিচমিচ	কিটকিট	কিলবিল	কুটুর–কুটুর	ক্যাঁচক্যাঁচ
খকখক	খচখচ	খটর–খটর	খাঁখাঁ	খুঁতখুঁত
খ্যাঁকখ্যাঁক	খিলখিল	খিটমিট	খপাসখপাস	খ্যাঁচখ্যাঁচ
গবাগব	গমগম	গিজগিজ	গুনগুন	গুমগুম
ঘটর–ঘটর	ঘিনঘিন	ঘুরঘুর	ঘেউঘেউ	ঘ্যানর–ঘ্যানর
চকচক	চটপট	চড়াৎ–চড়াৎ	চিকচিক	চনচন
চিনচিন	চুকচুক	চোঁ চোঁ	চটপটে	চিটচিটে
ছপাৎছপাৎ	ছমছম	ছলছল	ছোঁছোঁ	ছিপছিপে
ঝড়াৎ/ঝপাৎ	ঝনঝন	ঝপঝপ	ঝমঝম	ঝুনঝুন

টংটং	টপটপ	টসটস	টনটন	টিংটিং

যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত শব্দের গঠন : একই শব্দ ঈষৎ পরিবর্তন করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের রীতিকে যুগ্মরীতির দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের কয়েকটি নিয়ম আছে। যেমন :

১. **শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে :** চুপচাপ, মিটমাট, জারিজুরি।

২. **শব্দের অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন করে :** মারামারি, হাতাহাতি, সরাসরি, জেদাজেদি।

৩. **দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনে :** ছটফট, নিশপিশ, ভাতটাত।

৪. **সমার্থক বা একার্থক সহচর শব্দযোগে :** চালচলন, রীতিনীতি, বনজঙ্গল, ভয়ডর।

৫. **ভিন্নার্থক শব্দযোগে :** ডালভাত, তালাচাবি, অলিগলি, পথঘাট।

৬. **বিপরীতার্থক শব্দযোগে :** ছোটো–বড়ো, আসা–যাওয়া, জন্ম–মৃত্যু, আদান–প্রদান।

(অ) বিভক্তিহীন শব্দের পুনরাবৃত্তি

বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়াবিশেষণ– সব ধরনের পদেরই পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়, নানা অর্থে, যেমন–

১. **উদ্ধৃতিসূচক :** 'সকাল থেকে ছেলেটা বাপ বাপ করে কাঁদছে।' **'যাদু যাদু** করে আদরে আদরে ছেলেটাকে শেষ করে দিলে।' 'যারা সারাক্ষণ দাও দাও করে তারা আসলে কিছুই পায় না।'

২. **পুনরাবৃত্তি ও বারংবারতা : মাঝে মাঝে আসিও। হঠাৎ হঠাৎ এসে আবার হুট হুট করে চলে যাও। জলদি জলদি** প্রস্তুত হয়ে নাও, নইলে বিমান ফেল করবে।

৩. **বহুত্ব ও ব্যাপ্তি :** বিশেষ্যের ক্ষেত্রে বিভক্তিলোপের মাধ্যমে এরূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন– গাছে অসংখ্য **সাদা সাদা বক বসে আছে। হাজার হাজার লোক মিছিল করছে। কত কত** মানুষ যাচ্ছে আর আসছে। জিজ্ঞাসিব জনে জনে। বাড়ি বাড়ি গিয়েও কাজ হলো না।

৪. **নৈকট্য বা নিকটার্থে : সর্দি সর্দি ভাব, জ্বর জ্বর** অনুভূতি, উড়ো উড়ো মন, হাসি হাসি মুখ, কান্না কান্না চোখ প্রভৃতি।

৫. **পূর্ণতা বা সম্পূর্ণতা :** গরম গরম দুধ, টাটকা টাটকা খবর, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া, কুসুম কুসুম জল প্রভৃতি।

(আ) বিভক্তিযুক্ত শব্দের পুনরাবৃত্তি

বিভক্তিযুক্ত শব্দের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে যে দ্বিত্ব শব্দ গঠিত হয় তাকে বিভক্তিযুক্ত শব্দের পুনরাবৃত্তি বলে। বিভক্তিযুক্ত শব্দের পুনরাবৃত্তি বলতে বোঝায় পদের পুনরাবৃত্তি। সুতরাং পদের পুনরাবৃত্তি করে শব্দনির্মাণকে বিভক্তিযুক্ত শব্দের পুনরাবৃত্তি বলা হয়। বাংলায় নানা ধরনের বিভক্তিযুক্ত পদের দ্বিত্ব ঘটে। তবে বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াতে বিভক্তি–যোগ অধিক দেখা যায়। বিশেষ্যভিত্তিক অনুসর্গ পদ সাধারণভাবে– এ বিভক্তির যোগেই অনুসর্গ হয়ে ওঠে– সেগুলোর দ্বিত্বও প্রচুর ঘটে।

বিশেষ্য + র/এর : সাধারণত বহুত্ব ও পরিব্যাপ্তি অর্থ প্রকাশ করে। যেমন– অনেক অনেক দেশ, মজার মজার কথা, মধুর মধুর স্বপ্ন, দূরের দূরের যাত্রী, পথে পথে মানুষ, ঘাটে ঘাটে ভয় প্রভৃতি।

বিশেষ্য + এ : এর দ্বারা বিচ্ছিন্ন বহুত্ব ও ব্যাপ্তি বা ভিন্নার্থক কিছু প্রকাশ করে। যেমন– গাছে গাছে, ডালে ডালে, দেশে দেশে, পাতায় পাতায়, হাটে হাটে, ঘরে ঘরে, ঝাঁকে ঝাঁকে, মাঠে মাঠে ইত্যাদি।

বিশিষ্টার্থবোধক : তাৎক্ষণিকতা– মুখে মুখে, হাতে হাতে, **ক্ষণে ক্ষণে,** চোখে চোখে। **অবিচ্ছেদ–** সুরে সুরে, গায়ে গায়ে, ছায়ায় ছায়ায়, মেঘে মেঘে। **স্থানিকতা–** পেটে পেটে, গোপনে গোপনে, তলায় তলায়।

নৈকট্য– মাপে মাপে, হাঁটুতে হাঁটুতে, মাথায় মাথায়।

বিভক্তিহীন সর্বনামের দ্বিত্ব

বহুত্ব বা ব্যাপ্তি অর্থে : কখন কখন, কে কে, যে যে, সেই সেই। **উদ্ধৃতিসূচক :** 'ওই ওই' বলে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। 'তুমি তুমি'।

বিভক্তিযুক্ত সর্বনামের দ্বিত্ব

সর্বনাম + –কে : বহুত্ব– কাকে কাকে দাওয়াত করেছো? যাকে যাকে বলেছ তার তার কাছে যেন কার্ড পৌঁছায়।

সর্বনামবাচক + –র/–এ : উদ্ধৃতিসূচক– সবসময় তুমি আমি আমি কর কেন?

বহুত্ব– কে কে স্কুলে যাবে? হাতে কলম আর খাতাগুলো নিয়ে যাও। সবাই চুপচাপ যার যার বাড়ি চলে যাও।

বিশেষণবাচক ও সংখ্যা শব্দ + এ/তে : ব্যাপ্তি– ভালোয় ভালোয়, সুখে সুখে প্রভৃতি।

সংখ্যাবাচক শব্দের বহুত্ব : শতে শতে, শত শত, হাজার হাজার, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে, শয়ে–শয়ে, বিলিয়ন বিলিয়ন প্রভৃতি।

যোগ অর্থে : পাঁচে পাঁচে (পঁচিশ), একে একে (দুই), তিনে তিনে (নয়)।

অনুবর্তন : একে একে (সবাই এসেছে)।

(ii) ব্যতিহার সমাস : পারস্পরিক একজাতীয় ক্রিয়া বুঝাতে শব্দের দ্বিত্ব হলে ব্যতিহার সমাস হয়। যেমন– হাতাহাতি, লাঠালাঠি, আড়াআড়ি, হানাহানি, গলাগলি, কোলাকুলি, দেখাদেখি, কামড়াকামড়ি, রেষারেষি, ধস্তাধস্তি, চোখাচোখি, ফাটাফাটি, টানাটানি, বকাবকি, খুনাখুনি, ভাগাভাগি, দলাদলি, গুঁতাগুঁতি, পাড়াপাড়ি, গড়াগড়ি ইত্যাদি।

পদাত্মক দ্বিরুক্তি

বিভক্তিযুক্ত পদের দুবার ব্যবহারকে **পদাত্মক দ্বিরুক্তি** বলা হয়। এগুলো দুভাবে গঠিত হয়। যথা :

১. একই পদের অবিকৃত অবস্থায় দুবার ব্যবহার। যেমন : **ভয়ে ভয়ে** এগিয়ে গেলাম। **হাটে হাটে** বিকিয়ে তোর ভরা আপণ।

২. যুগ্মরীতিতে গঠিত দ্বিরুক্ত পদের ব্যবহার। যেমন : হাতে–নাতে, আকাশে–বাতাসে, কাপড়–চোপড়, দলে–দলে ইত্যাদি।

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

১. **সতর্কতা অর্থে :** ছেলেটিকে **চোখে চোখে** রেখো।

২. **ভাবের প্রগাঢ়তা :** ভুলগুলো তুই আনরে **বাছা বাছা**।

৩. **কালের বিস্তার বোঝাতে : থেকে থেকে** শিশুটি কাঁদছে।

৪. **আধিক্য বোঝাতে :** লোকটি **হাড়ে হাড়ে** শয়তান।

৫. **পারস্পরিকতা বোঝাতে :** গাছের **ফাঁকে ফাঁকে**, পরশে **মুখে মুখে**, নীরবে **চোখে চোখে** চায়।

NABARUN PUBLICATION